

প্রশিক্ষণ সহায়িকা:
ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা

মে ২০২১



গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ



গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ



কম্পিউটার কি

Computer ইংরেজি শব্দ। গ্রীক শব্দ Compute থেকে এই শব্দটি এসেছে। Compute শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ Computer হলো গণনাকারী যন্ত্র।

আধুনিক অর্থে কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যাতে ডেটা বা নির্দেশ ইনপুট নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, ইনপুট হিসাবে প্রাপ্ত ডেটাকে প্রসেস করার ব্যবস্থা থাকে, প্রসেস করার পর প্রাপ্ত ফলাফল প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকে। এটা মূলত বার বার কাজ করার জন্য বা কাজের পুনরাবৃত্তির জন্য বেশি জনপ্রিয়।



কম্পিউটারের ব্যবহার

প্রথম দিকে কম্পিউটারের ব্যবহার বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ও গাণিতিক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এর ব্যবহার, ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়েছে। কম্পিউটারের ব্যবহার এর বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হলো।





বিভিন্ন রকমের কম্পিউটার



ডেস্কটপ কম্পিউটার

আমাদের চারপাশে অনেকেই অফিসে, বাসায়, স্কুলে ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার করে। ডেস্ক অর্থাৎ টেবিলে রাখার জন্যই এই কম্পিউটার ডিজাইন করা হয়েছে। আলাদা আলাদা কয়েকটি যন্ত্র যেমন: সিপিইউ, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস একসাথে সংযুক্ত করে ডেস্কটপ কম্পিউটার তৈরি করা হয়।



ল্যাপটপ কম্পিউটার

সহজে বহনযোগ্য, ব্যাটারি চালিত বিশেষ এই কম্পিউটারকে মূলত আমরা ল্যাপটপ বলে থাকি। ডেস্কটপ কম্পিউটার এর মতো ল্যাপটপেও সবরকম কাজ করা যায়। এবং ল্যাপটপ আকারে ছোট এবং ওজনে কম তাই প্রায় সব পরিবেশে এটি বহন করা যায়।



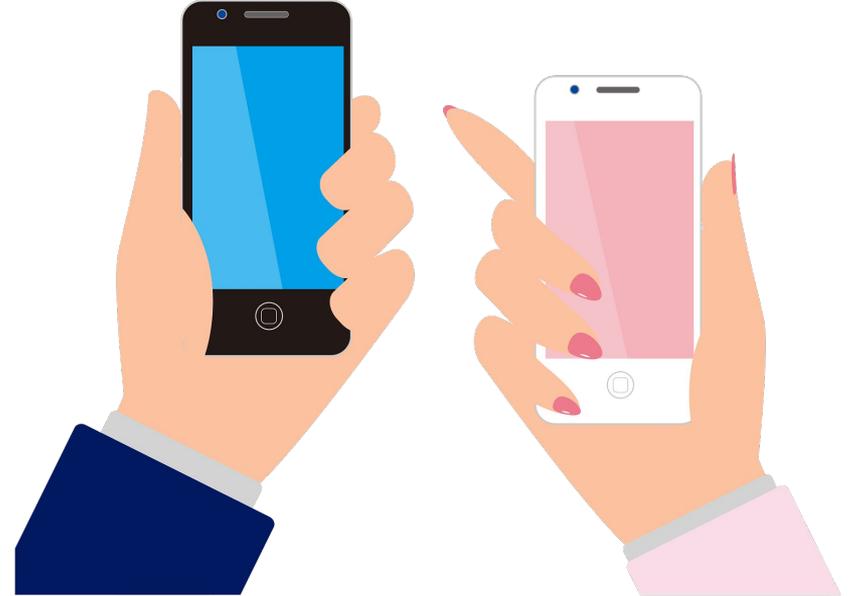
ট্যাবলেট কম্পিউটার

ট্যাবলেট কম্পিউটার বা ট্যাবলেট ল্যাপটপের চেয়েও ছোট এবং হালকা হওয়াই এটি বেশি বহনযোগ্য। কিবোর্ড, মাউস এর বদলে এতে টাচস্ক্রীন এর মাধ্যমে কাজ করা হয়। এটি দেখতে অনেকটা বড় আকারের মোবাইল ফোনের মতো।



স্মার্ট ফোন

বর্তমান সময়ে অনেক মোবাইল ফোনে কম্পিউটারের মতো কাজ করা যায়। ইন্টারনেট ব্রাউজিং সহ খেলা ভিডিও দেখা, গান শোনা সহ ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করা যায়। এই ধরনের মোবাইল ফোনকে সাধারণত স্মার্ট ফোন বলে।



হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার সম্পর্কে জানি

কম্পিউটার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার সম্পর্কে কিছু জেনে নেই। সকল কম্পিউটারকে একটি সাধারণ ব্যাপার হচ্ছে হার্ডওয়ার এবং সফটওয়ার।



হার্ডওয়্যার

হার্ডওয়্যার বলতে আমরা যেকোন কম্পিউটারের কাঠামো, এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যেমন মাউস কিবোর্ড, মনিটর ইত্যাদি কে বুঝায়। এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যারগুলো হচ্ছে হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, র‍্যাম, প্রসেসর, মাদার বোর্ড ইত্যাদি।



সফটওয়্যার

সফটওয়্যার হলো এমন কিছু একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার কে কি কাজ করবে এবং কিভাবে করবে তার নির্দেশনা দেওয়া হয়। যেমন, ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য আমরা বিভিন্ন ওয়েব ব্রাউজার যেমন গুগল ক্রোম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে থাকি। সফটওয়্যারের এই নির্দেশাবলীকে কম্পিউটার ভাষায় প্রোগ্রাম বলা হয়।



সফটওয়্যার

সফটওয়্যার দুই ধরনের হতে পারে -

১। সিস্টেম সফটওয়্যার

২। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার



সিস্টেম সফটওয়্যার

সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে সরাসরি পরিচালনা করে। এটি কম্পিউটারে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলো চালানোর জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। এটি ব্যবহারকারীদের তাদের কাজে সহযোগিতা করে। সিস্টেম সফটওয়্যারকে মূলত কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম বলে, যেমন উইন্ডোজ, লিনাক্স, ইউনিক্স ইত্যাদি



অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার

কম্পিউটারে বিভিন্ন কাজ করার জন্য ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন রকম অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। যেমন, লেখালেখি এবং ডকুমেন্টস তৈরির কাজে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহৃত হয়। আবার একাউন্টস এর হিসাব করা এবং সংরক্ষণের জন্য মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অন্যান্য প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।



সেশন ১.২

কম্পিউটার কিভাবে একত
কৃষককে সাহায্য করতে
পারে?



কৃষি উন্নয়নে কম্পিউটারের ভূমিকা

কম্পিউটারের ব্যবহার কৃষি উন্নয়নের সহায়ক ভূমিকা রাখে। উন্নত বিশ্বে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে কম্পিউটারের ব্যবহার অপরিহার্য। কৃষিতে কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

- পরীক্ষার মাধ্যমে মাটির জৈব উপাদান সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী জমিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ
- সেচ ব্যবস্থায় ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সেচ প্রয়োগ করা
- আবহাওয়ার তথ্য জানা এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- বাজার সম্পর্কে জানা
- অটোমেটিক কীটনাশক প্রয়োগ
- ইত্যাদি



আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্র



ড্রোন স্প্রেয়ার



ড্রোন দিয়ে ক্ষেত পর্যবেক্ষণ







হারভেস্টার

অনলাইন কৃষি চিকিৎসা



ইন্টারনেট

বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন অনেক উন্নত হয়ে গেছে আর এই সবই কৃতিত্ব তার, যার নাম হলো ইন্টারনেট। গত ২০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মোটামুটি ২১০টি আলাদা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এর বিস্তার। এমনকি পৃথিবীর অনেক দরিদ্রতর দেশও সংযুক্ত হয়ে পড়েছে এই জালে।



ইন্টারনেট কি?

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি কোটি কম্পিউটারকে যে প্রযুক্তি একে অপরের সাথে সংযুক্ত রাখে তাকে ইন্টারনেট বলে। ইন্টারনেট এর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে আমরা তথ্য আদান প্রদান এবং যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি।

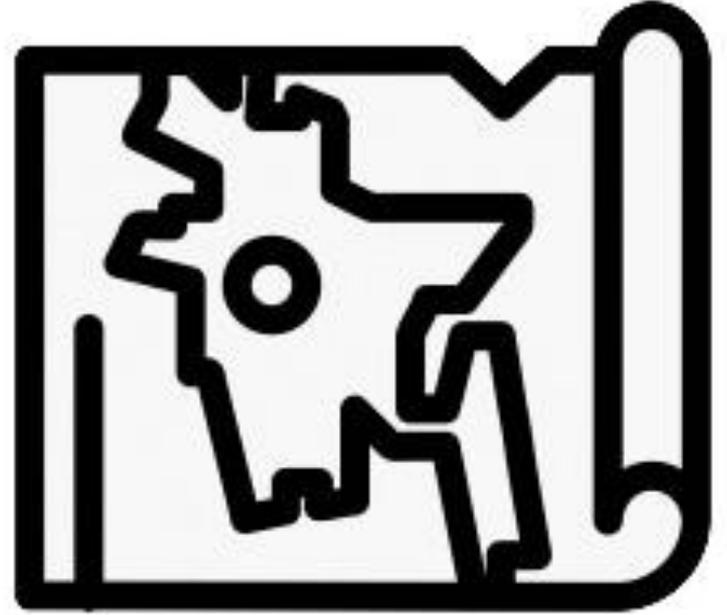


২০২১ সালের জানুয়ারির হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের ৮.৬৬৬ বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। যা কিনা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৫৯.৫ শতাংশ।

বিশ্বের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর মধ্যে ৯২.২ শতাংশ জানুয়ারি ৪.৩২ বিলিয়ন মানুষ তাদের মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে।



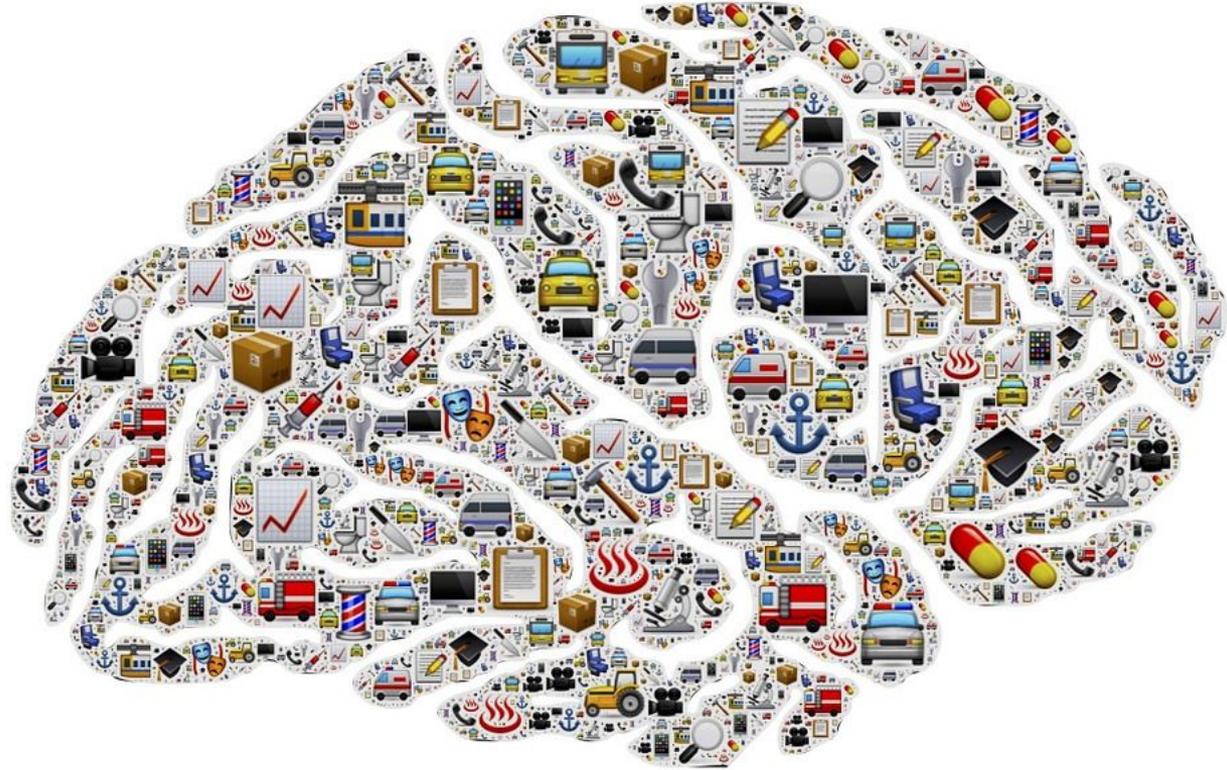
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রকাশিত
তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে ইন্টারনেট
গ্রাহকের সংখ্যা দশ কোটির উপরে।



ইন্টারনেটের কাজ

ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য বা ডাটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আদান এবং প্রদান করে। এই তথ্য বা ডাটা, ডকুমেন্ট, ছবি, ভিডিও অথবা নানা রকম সংকেত ইত্যাদি হতে পারে। যেমন ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আমরা নানা রকম সিনেমা নাটক ডাউনলোড করি আবার সোশাল মিডিয়াতে ছবি আপলোড করি।

সারাদিন যা শিখলাম



২য় দিন

সেশন ২: ইন্টারনেট এবং এর ব্যবহার, বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল সেবা সমূহ



গতদিন আমরা যা শিখেছি

ইন্টারনেট কি; ইন্টারনেট এর ব্যবহার, গ্রামীণ জীবন মান উন্নয়নে ইন্টারনেটের ভূমিকা

লক্ষ্য: ইন্টারনেট এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে জানা, তথ্য । ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা। গ্রামীণ জীবন মান উন্নয়নে ইন্টারনেট এর ব্যবহার সম্পর্কে জানা।

বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য প্রশিক্ষণের সময় ইন্টারনেট ব্যবহার করবে



ইন্টারনেট এর ব্যবহার

বিশ্বজুড়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ইন্টারনেট। প্রতিদিনই ইন্টারনেট ব্যবহারী এবং এর সুফলেভাগী মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

আপনার যারা আগে কখনও ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি তাদের জন্য প্রথমে একটু দুর্বোধ্য মনে হলেও এর ব্যবহার এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইন্টারনেটের প্রতি সবারকম ভীতি কেটে যাবে।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ইন্টারনেট ব্যবহার এর সুফল এর প্রতি আমাদের নির্ভরশীল করে তুলবে।

বর্তমান বিশ্বে চাঁদে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে শুরু করে কৃষকের কৃষিকাজ, সবখানে ইন্টারনেট ব্যবহার হয়।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে সাধারণত যে কাজগুলো করে থাকি

ইমেইল: বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সাথে দ্রুত, সহজ এবং সশ্রয়ী যোগাযোগের একটি উপায়।

সোশাল মিডিয়া: আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং তাদের সাথে ভাব আদান প্রদানের জনপ্রিয় মাধ্যম।

ওয়েবসাইট ব্রাউজ: ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা যেকোনো ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করতে পারি।

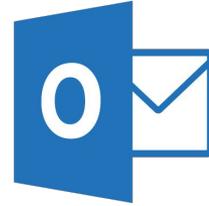
ই-কমার্স: ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার। এর মাধ্যমে আমরা যেকোনো পণ্য পৃথিবীর যেকারো কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারি।

মোবাইল এপ্লিকেশন: ইন্টারনেট এখন ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে আমাদের হাতের মুঠোই চলে এসেছে। মোবাইল ফোন এর এপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা যেকোনো কাজ করতে পারি শুধু আঙ্গুলের ছোঁয়ায়।

ইমেইল: বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সাথে দ্রুত, সহজ এবং সাশ্রয়ী যোগাযোগের একটি উপায়।



Gmail



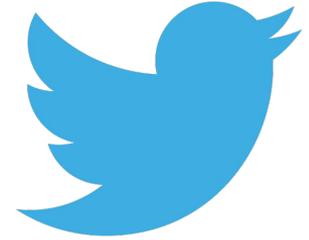
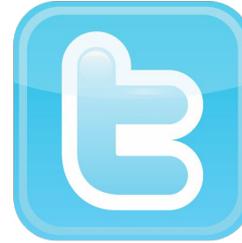
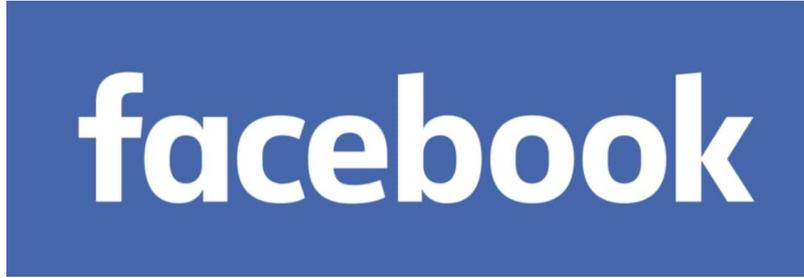
Outlook

yahoo!mail



Windows Live™
Hotmail®

সোশাল মিডিয়া: আমাদের সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং তাদের সাথে ভাব আদান প্রদানের জনপ্রিয় মাধ্যম।



ই-কমার্স: ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাজার। এর মাধ্যমে আমরা যেকোনো পণ্য পৃথিবীর যেকারো কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারি।



রকমারি.com



othoba.com



PriyoShop.com



pickaboo



daraz.com.bd



BAGDOM.com



ajkerdeal.com



kiksha.com



banglashoppers.com
PROUDLY BANGLADESHI



clickbd.com



a  BRAC BANK company



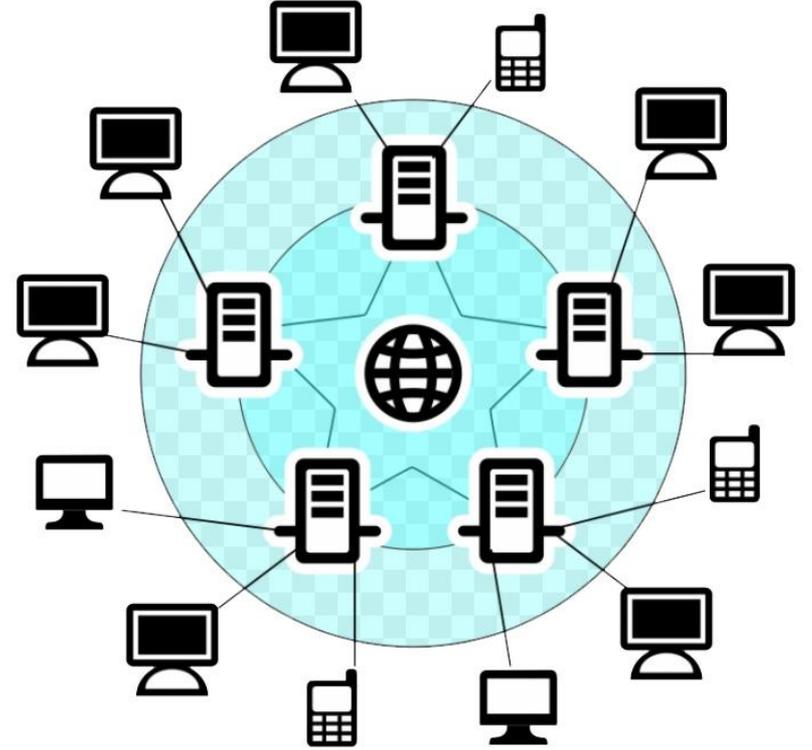
MOBILE BANKING SERVICE LIST IN BANGLADESH



সার্ভার কী?

পৃথিবীতে শতশত মিলিয়ন কম্পিউটার ইন্টারনেট এর মাধ্যমে একে ওপরের সাথে সংযুক্ত আছে। এদের মধ্যে সব কম্পিউটার কিন্তু একই কাজ করে না। এদের মধ্যে কিছু কম্পিউটার শুধু তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে। এই কম্পিউটার গুলোকে বলা হয় সার্ভার। ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ সার্ভার রয়েছে।

সার্ভার হচ্ছে এমন একটি কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার যেখানে ওয়েবসাইটগুলোর সমস্ত তথ্য যেমন টেক্সট, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকে। প্রত্যেক ওয়েবসাইটের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা সংবলিত সার্ভারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা থাকে। আমরা যখন কোন নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজতে ওয়েবসাইটকে অনুরোধ করি তখন সার্ভার নির্দিষ্ট তথ্যটি ব্যবহারকারীকে পাঠিয়ে দেয়। এটাই সার্ভারের কাজ।



ইন্টারনেট সংযোগের পদ্ধতি

ইন্টারনেট (ব্রডব্যান্ড) - স্থানীয় নেটওয়ার্ক সংযোগ

একটি ডেডিকেটেড লাইনের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট **সংযোগ**। সরবরাহকারীর দ্বারা বিভক্ত লাইনটি একটি ফাইবার-অপটিক বা তামা তারের উপর নির্মিত, যা কম্পিউটারে দ্রুত গতিতে ডেটা স্থানান্তর করা সম্ভব করে

ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে ইন্টারনেট চ্যানেলের উচ্চ গতি দ্রুত চিত্রাকর্ষক পরিমাণে তথ্য ডাউনলোড করা, স্বাচ্ছন্দ্যে মাল্টিমিডিয়া দিয়ে নেটওয়ার্কে কাজ করতে এবং অনলাইনে বিভিন্ন ভিডিও মিটিং রাখা সম্ভব করে তোলে।

ইন্টারনেট সংযোগের পদ্ধতি

মোবাইল ইন্টারনেট অ্যাক্সেস (জিপিআরএস, ইডিজি, 4 জি)

এটি ইউএসবি মডেম অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এতে টেলিফোন বা ডেডিকেটেড লাইন প্রয়োজন নেই। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে ইন্টারনেটে সংযোগ পাওয়া সম্ভব করে। এই জাতীয় ইন্টারনেট সংযোগটি জনপ্রিয়

ওয়্যারলেস প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যেখানে তারযুক্ত ইন্টারনেট পাওয়া যায় না, শহরের বাইরে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারেন, । উদাহরণস্বরূপ, কোনও দেশের বাড়ি, গুদাম, অফিস বা অন্য কোনও সুবিধা। এটি অবশ্যই বলা উচিত যে ইন্টারনেট সংযোগের এই জাতীয় পদ্ধতির জন্য অতিরিক্ত সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে এটি কেনা আপনার জন্য একটি বৃত্তাকার পরিমাণ যোগ করতে পারে।

ইন্টারনেটের সীমাবদ্ধতা কি?

- **ব্যক্তিগত তথ্য চুরি:** ইন্টারনেটে সংরক্ষিত তথ্যগুলি অনেক সময় হ্যাকড/চুরি হয়ে থাকে।
- **পারিবারিক যোগাযোগের উপর নেতিবাচক প্রভাব:** ইন্টারনেটে অতিরিক্ত সময় ব্যয় অথবা আসক্তি পরিবারের সদস্যদের সাথে আমাদের দূরত্ব তৈরি করে।
- **হয়রানি কারন:** নানা রকম হয়রানি সহ অতিরিক্ত খেলার নেশা নারী এবং শিশুদের মানসিক যন্ত্রনার কারন হতে পারে।
- **ভাইরাস হুমকি:** ইন্টারনেটে যুক্ত কম্পিউটারগুলো খুব সহজেই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।
- **স্প্যামিং:** অযাচিত ইমেল, অথবা প্রলোভনমূলক প্রস্তাব দিয়ে ইমেল এর মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কী?

যেকোন প্রকারের তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন এবং বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত সকল ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজী বলে।

বর্তমান পৃথিবীতে যে দেশের মানুষজন লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত যারা জ্ঞান চর্চা করে সেই দেশ হচ্ছে সম্পদশালী দেশ। তথ্যের চর্চা আর বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞান জন্ম নেয় তাই যে দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে বিশ্লেষণ করতে পারে সেই দেশ হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদশালী দেশ। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

(ক) কৃষিক্ষেত্রে: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে। কৃষকেরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক অনেক তথ্য জানতে পারে। মোবাইলে কৃষি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(খ) চিকিৎসাক্ষেত্রে: রোগীর তথ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে রোগ নির্ণয় টেলিমেডিসিন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে অনেক ডাগনেস্টিক সেন্টার রুগীদেরকে অলনাইলে রিপোর্ট দেখার সুযোগ করে দিয়েছে।

(গ) পরিবেশ ও আবহাওয়া: ১১ মে ২০১৮ সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ করার হয়। এর মাধ্যমে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাই। এছাড়া বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লে স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়।

(ঘ) গবেষণা: গবেষণায় আইসিটি'র ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অনেক জটিল গবেষণা অনেক সহজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে করতে পারছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

(ঙ) ব্যাংকিং : বর্তমানে ব্যাংকগুলো অনলাইন সেবা দিচ্ছে ফলে এটিএম মেশিন থেকে যেকোনো সময় টাকা তোলা যায়। এছাড়াও টাকা ট্রান্সফার সহ সাধারণ ব্যাংকিং এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার হয়।

(চ) শিক্ষা ক্ষেত্রে: কোভিড-১৯ এর দুর্যোগ কালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে শিক্ষকেরা বাসায় থেকে নিয়মিত তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস ডিজিটাল ডিকশনারি বুক অনলাইন ক্লাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

(ছ) ব্যবসা ক্ষেত্রে: ব্যবসাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করে আমাদানি-রপ্তানি বেড়েছে কয়েকগুন। ফলে অর্জিত হয়েছে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা যা দেশের জিডিপিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে ই-কমার্সের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।



ডিজিটাল বাংলাদেশ

DIGITAL BANGLADESH

Skilled. Equipped. DigitalReady.

বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সকল পেশা, শ্রেণীর মানুষকে প্রযুক্তি সুবিধা দিতে দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করেছে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।







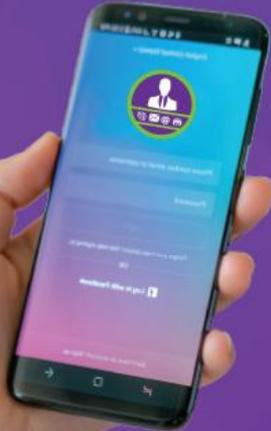
"ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর দর্শন

"ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর দর্শনের মধ্যে রয়েছে জনগণের গণতন্ত্র নিশ্চিত করা এবং মানবাধিকার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাগরিকদের সরকারী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রিক উন্নতির সাথে সর্বোপরি লক্ষ্যমাত্রা। এর মধ্যে রয়েছে কোন শ্রেণীর মানুষকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি না করা।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন" এর চারটি উপাদানের উপর সরকার আরো জোর দিয়েছে , যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, জনগণের অংশগ্রহণ, সিভিল সার্ভিস এবং ব্যবসায়ের তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যবহার করে।¹

ইউনিয়ন ডিজিটাল সার্ভিসের সেবা সমূহ:

- সরকারি সনদপত্র/সার্টিফিকেট (জন্ম নিবন্ধন, মৃত্যু, নাগরিকত্ব ইত্যাদি)
- পাসপোর্টের আবেদন পত্র
- সরকারি ফর্ম
- মোবাইল ব্যাংকিং
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি
- ট্রেড লাইসেন্স
- জমির রেকর্ড
- কম্পোজ/ স্ক্যানিং/ ফটোকপি
- ভিডিও কল (স্কাইপে)
- ওয়েবসাইট ব্রাইজ এবং ইমেইল
- কম্পিউটার ট্রেনিং



মোবাইল অ্যাপস



ডাউনলোড করুন



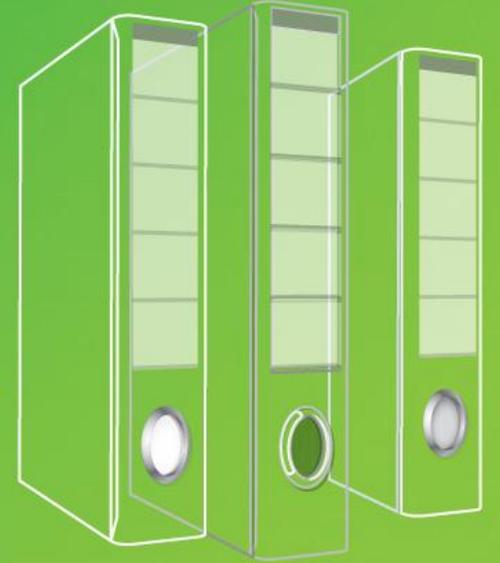
১৬০০০+ ফরম

 forms.gov.bd

আবেদন করুন 

৫০০০+ সার্কুলার

দেখতে ক্লিক করুন 





পোস্টাল ও কুরিয়ার



প্রশিক্ষণ



রেডিও, টিভির খবর



টিকিট বুকিং ক্রয়



পরীক্ষার ফলাফল



আপনার জিজ্ঞাসা



ইউডিসি



ফরমাস



প্রশিক্ষণ



ট্রেজারি চালান



ইউটিলিটি বিল



যানবাহন সেবা



টিভির রমাস



ফরমাস



অনলাইন নিবন্ধন



পাসপোর্ট, ভিসা
ও ইমিগ্রেশন



স্বাস্থ্য বিষয়ক



আয়কর

৬০০+

ই-সেবা

সেবা নিতে ক্লিক করুন 



333

যে কোনো সময়

333

জাতীয় তথ্য বাতায়নের সকল তথ্য...

৩৩৩

নম্বরেই মিলবে প্রতিকার

৬০ পদার্থ মিলে

৩৩৩ নম্বরেই মিলবে প্রতিকার



- ✓ সরকারি সেবা প্রাপ্তির তথ্য
- ✓ জরুরি ও দুর্যোগকালীন সাহায্যের
- ✓ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার প্রতিকার
- ✓ নাগরিক সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে অভিযোগ



৩৩৩ কল সেন্টার থেকে নাগরিকগণ শিল্পোক্ত সেবাসমূহ পাবেন

■ জাতীয় তথ্য বাতায়নের কনটেন্ট-এর মধ্যে সরকারি সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি, সেবার ফর্ম, পণ্ডিত ছানসমূহ, শিকা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন প্রকল্প, দফতর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শ্রেণি সেন্টারসহ জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত জানা যাবে।

■ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসসহকারে কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিসে নাগরিক সেবার বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি, মতামত ও অভিযোগ জ্ঞাপন।

■ কিল্ল সামাজিক সমস্যা (ডেঙ্গু, মলিনতা, ইনসেক্ট ও বিকর, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ইভ টিজিং, পরিবেশ দূষণ, মানসম্পন্ন অসুস্থ-বিকার ও সেবা, ছদ্ম, রোগমালিন, সরকারি গাছালম্পত্তি অধিগ্রহণ দখল বা চুরি ইত্যাদি) বিষয়ে তথ্য প্রদান ও প্রতিকার প্রাপ্তি।

■ শর্ট কোড ৩৩৩ (যে কোনো মোবাইল হতে)

■ লং কোড ০৯৬৬৬৭৮৯৩৩৩

(টেলিফোন ও বিদেশ হতে)

■ ট্যারিফ: ৬০ পদার্থ/মিনিট

■ কার্যকাল: ২৪x৭, ১x৩৬৫



৩৩৩

নম্বরেই মিলবে প্রতিকার

333

নম্বরেই মিলবে প্রতিকার

৬০ পদার্থ মিলে

৩৩৩ নম্বরেই মিলবে প্রতিকার

কল তথ্য

জাতীয় তথ্য বাতায়নের



৩৩৩

নম্বরেই মিলবে প্রতিকার



কল সেন্টার

- ১ সরকারি সেবা প্রাপ্তির তথ্য
- ২ জরুরি ও দুর্যোগকালীন সাহায্যের জন্য
- ৩ রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট সংস্কার বিষয়ে জানতে
- ৪ নাগরিক সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে অভিযোগ জানাতে
- ৫ সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ



তথ্য ও প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড



৩য় দিন

সেশন ৩: কৃষিতে তথ্য এবং প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষকের সহায়তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ



গতদিন আমরা যা শিখেছি

কৃষিতে তথ্য ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ব্যবহার



কৃষি বিষয়ক তথ্য

কৃষকেরা তাদের তাদের কৃষি কাজ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যেকোন তথ্য ইন্টারনেট থেকে পেতে পারে। ফসল রোপন, পরিচর্যা, উত্তোলন ছাড়াও রোগবালাই দমনের জন্য যেকোন পরামর্শ নিতে সরকারি এবং বেসরকারি সহযোগিতা আমরা সহজেই পেতে পারি কৃষি সহযোগিতামূলক যেকোন এপ্লিকেশন অথবা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। এর জন্য আমাদের কোন অফিস অথবা কোন ব্যক্তির দারস্থ হতে হবে না। হাতে থাকা মোবাইলের মাধ্যমেই আমরা সহজে আমাদের কৃষি স্নগক্রান্ত যেকোন সেবা পেতে পারি।

বাজার সংযোগ

গ্রামীণ সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সাথে জড়িত। ছোট কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে সবসময় স্থানীয় ফরিয়াদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কারণ দুরবর্তী বাজার স্পর্কে তার কোন ধারণা নাই। তাই বেশিরভাগ সময় উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কমদামে তাদের পণ্য বিক্রি করতে হয়। এবং আর্থিক ভাবে খটীর সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ইন্টারনেট এর মাধ্যমেগ্রামের একজন ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী চাইলেই পৃথিবীর যেকোন বাজারে তাদের পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রয় করতে পারবে। পৃথিবীর অনেক দেশের কৃষকেরা ওয়েবসাইট এবং মোবাইল এপ্লিকেশন ব্যবহার তাদের পণ্য শহরের বাজারে সরাসরি বিক্রয় করে লাভবান হচ্ছেন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

কৃষকের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক। কৃষক তার প্রতিদিনের হিসাব, আয় ব্যয়ের হিসাব, বিনিয়োগ, সঞ্চয়, ঋণ, সরকারের প্রনোদনা সহ বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনা সহজেই সম্পন্ন করতে পারেন।

উন্নত প্রযুক্তির সাথে পরিচয়

কৃষি কাজ পদ্ধতি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। তথ্য এবং যোগাযোগের অভাবে আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়া অনেক ধীর গতিতে চলে। অত্যন্ত ব্যয় বহুল হওয়ার জন্য বাস্তব ডেমোনেট্রেশন সব সময় সম্ভব হয়না। সেফ্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক এলাকার কৃষকেরা অন্য এলাকার কৃষকদের উন্নত কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

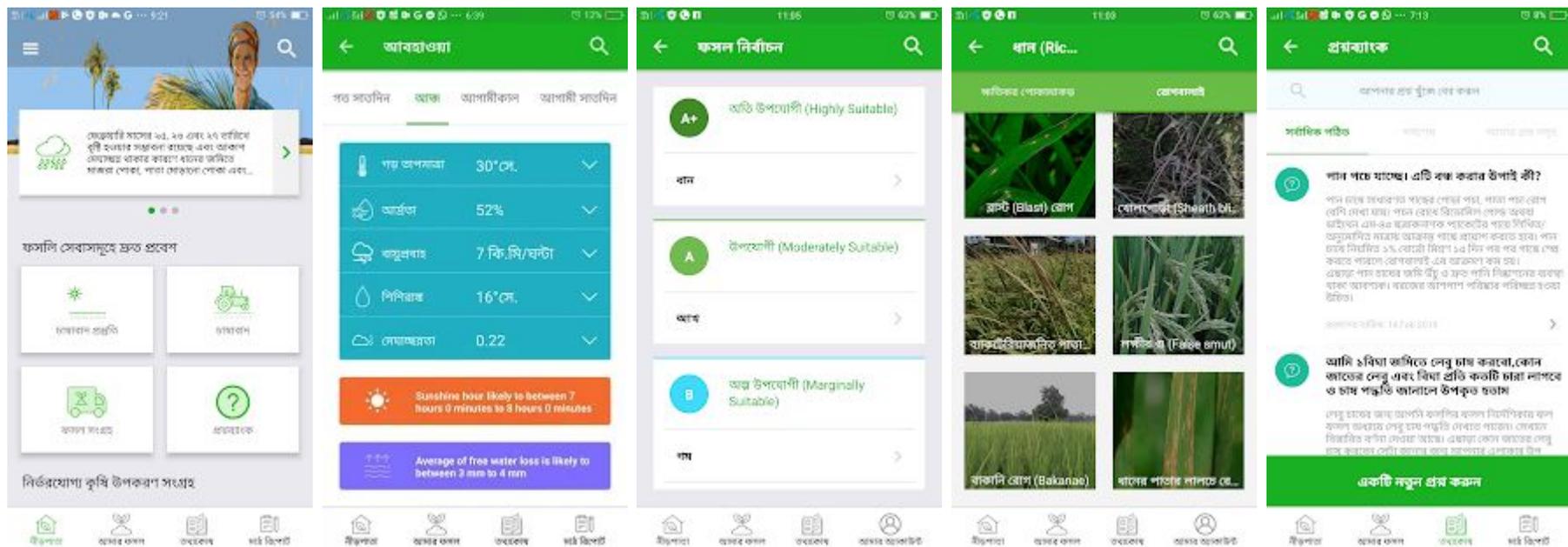


কৃষি সম্পর্কিত সব ধরনের তথ্য, নির্দেশিকা এবং সহায়তার জন্য এই অ্যাপটি তৈরি। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট কৃষক তৈরি “ফসলি” অ্যাপটির উদ্দেশ্য।

চাষাবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে এদেশের কৃষকেরা প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হন, তা দূর করাই ফসলির প্রধান লক্ষ্য।

- **চাষাবাদ প্রস্তুতি:** নিজ নিজ এলাকা ও মাটির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উপযোগী ফসল নির্বাচন বিষয়ক সেবা।
- **চাষাবাদ:** ফসল উৎপাদন এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বিষয়ক সঠিক পূর্বাভাস ও তথ্য।
- **ফসল সংগ্রহ:** নিকটস্থ হাট-বাজারের অবস্থান, শস্যের বাজারদর ও ফসল সংরক্ষণ বিষয়ক পরামর্শ।
- **আবহাওয়া পূর্বাভাস:** দুর্যোগজনিত ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে পূর্বাভাস ও সতর্কসংকেত প্রদান।
- **আমার ফসল:** চাষকৃত ফসলের বীজ বপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত বিশেষায়িত পরামর্শ ও সেবা।
- **তথ্যকোষ:** আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য সম্ভার।
- **কৃষকের হাতিয়ার:** উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বিভিন্ন তথ্য ও সেবা।
- **প্রশ্নব্যাঙ্ক:** বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদের সহযোগীতায় চাষাবাদ নিয়ে কৃষকের নানা প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শসেবা।

দেখে নেই এই অ্যাপটি কিভাবে কাজ করে



দেখে নেই এই অ্যাপটি কিভাবে কাজ করে



কৃষকের অ্যাপ

সাধারণ কৃষক যেন আগুলের ছোঁয়ায় সরকারী সেবা পেতে পারে, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' ই-সেবার অংশ হিসেবে 'কৃষকের অ্যাপ' নামে একটি স্মার্টফোনে ব্যবহারোপযোগী অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

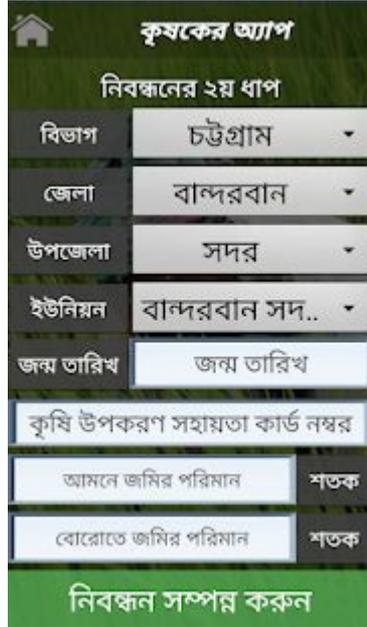
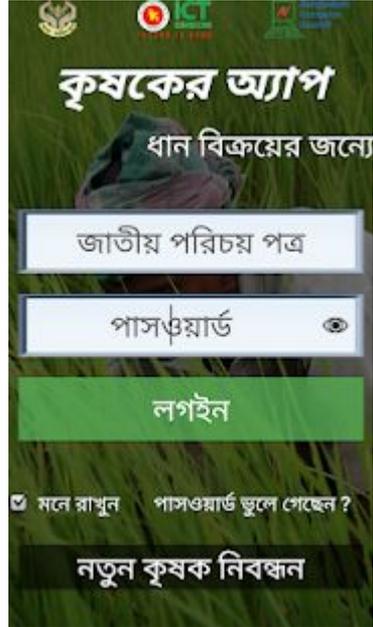
উল্লেখযোগ্য ফিচার:

- বর্তমান মৌসুমও ধানের বিনির্দেশ মান সংক্রান্ত তথ্য জানা
- ধান বিক্রয়ের আবেদন করা ও আবেদনের অবস্থা যাচাই করা
- হয়রানির সম্মুখীন হলে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা

সুবিধা সমূহ:

- স্বল্প সময়ে ,কম খরচে এবং ন্যূনতম সংখ্যক ভিজিটে ধান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি সেবা প্রাপ্তি
- ধান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কৃষকের হয়রানি কমানো
- অ্যাপ /SMS এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিক ভাবে নিবন্ধন অনুমোদন, বিক্রয়ের আবেদন অনুমোদন, বরাদ্দাদেশ জারী, WQSC প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া

কৃষকের অ্যাপ



কৃষকের অ্যাপ

ধানের আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ)	১৪ %
ধানে বিজাতীয় পদার্থ (সর্বোচ্চ)	০.৫ %
তির জাতের ধানের মিশ্রণ (সর্বোচ্চ)	৮ %
ধানের অপরু ও বিনিষ্ট দানা (সর্বোচ্চ)	২ %
টিটা ধান (সর্বোচ্চ)	০.৫ %
আবেদনের সময়সীমা	০৮ নভেম্বর ২০১৭
ধান বিক্রয়ের সময়সীমা	৩০ নভেম্বর ২০১৭
আবেদনের অবস্থা	বরাদ্দাদেশ দেয়া হয়েছে
অনুমোদিত ধানের পরিমাণ	১২০০.০ কেজি

বরাদ্দাদেশ দেখুন

প্রাণিসেবা



তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে গরুর প্রজাতি নির্ধারণ এবং জেনেটিক বিকাশ, তথ্য সংরক্ষণ, প্রজনন, দুগ্ধ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সাহায্য নিতে পারবে।



মৎস্য পরামর্শ



মাছের চাষ, বিভিন্ন রোগবালাই, কারণ, প্রতিকার ও মৎস্য সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাবলী থেকে কাঙ্ক্ষিত পরামর্শ সেবা পেতে এই অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। চাষি নিজেই স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে এ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পাবেন। এতে সেবা গ্রহিতার সময়, অর্থ ও যাতায়াত সাশ্রয় হবে।



মৎস্য পরামর্শ



কারণ

আরগ্যান্স, পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ

সময়

শীত ও গ্রীষ্মকাল

লক্ষণ

অধিকমুটিয়ে, পা বেঁকা, লাল বর্ণ, অধিশের উপর উত্থান দেখা যায়।

প্রতিকার

সুমিথিয়োন 2-3 মিগ্রা/শতাংশ/সুটে গভীরতা(3-4 দিন পর



রোগের ছবি

কারণ

ছত্রাক, পুকুরের তলায় অতিরিক্ত জৈব পদার্থ

সময়

শীত ও গ্রীষ্মকাল

লক্ষণ

মুখকায় আল দাগ দেখা যায়

পনিকার



কারণ

ভাইরাস

সময়

শীত ও গ্রীষ্মকাল

লক্ষণ

চিহ্নিত পাতের কাছে জড়ো হয় এবং গায়ে, মাথায়, খেঁচালসে সাদা সাদা দাগ দেখা যায় এবং প্রাণীরাচ লালচে হয়ে যায়।

প্রতিকার

যথসম্ভব ভাইরাসমুক্ত পি.এল.মজুন। পানির শুষ্কতা মন উন্নত করা। প্রয়োজনীয় এবং উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা।



পানির উপরের লাল স্তর ছবি

কারণ

অতিরিক্ত লৌহের উপস্থিতি

প্রতিকার

ধানের বড় বা কলাপাতা পানিতে নড়ি তৈরি করে লাল স্তর উঠানো, প্রতি শতাংশে 100-125 গ্রাম ইউরিয়া 2-3 বার 10-12 দিন অল্পে প্রতি শতাংশে 100 গ্রাম ডিটকিটিং



এমোনিয়া জনিত সমস্যা ছবি

লক্ষণ

মাছ চলাকালে ঘুরতে থাকে।

প্রতিকার

মজুলা ফলক তরানো, 50% পানি পরিবর্তন, ডিঅক্সাইট - 200-250গ্রাম / শতাংশ লবণ 1-2 কিলোগ্রাম/শতাংশপ্রথমিক অলপ্যাক্স।

কৃষকের জানালা

- কৃষকের জানালা বা ডিজিটাল সিস্টেম অফ প্লান্টস প্রবলেম আইডেনটিফিকেশন (ডিপিপিআইএস) কৃষকদের ফসলের নানা সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস।
- ফসলভিত্তিক নানা সমস্যার চিত্র যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে এটি তৈরী করা হয়েছে ।
- এখানে ছবি দেখে কৃষক নিজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারেন এবং চিহ্নিত ছবিতে ক্লিক করলেই সমস্যার সমাধান মনিটরে ভেসে উঠবে।
- এখানে মাঠ ফসল, শাক-সব্জি, ফল-মূল ও অন্যান্য গাছের রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়, সারের ঘাটতি বা অন্যান্য কারণে যেসব সমস্যা হয়; সেসব সমস্যা ও তার সমাধান যুক্ত করা হয়েছে।
- প্রতিটি সমস্যার একাধিক ছবি এবং কমপক্ষে একটি প্রতিনিধিত্বপূর্ণ ছবি যুক্ত করা হয়েছে; যাতে কৃষক সহজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারে।
- এখানে ১২০ টি ফসলের ১০০০ টিরও বেশি সমস্যার সমাধান রয়েছে।

কৃষকের জানালা



কৃষকের জানালা

20:13

পান

পানের সাদা ও কালো মাছি



এ পোকায় আক্রান্ত হলে পাছের পাতা হালকা রংয়ের হয়ে যায়। পাতার নিচ দিকে পোকার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর প্রতিকার হল:

১. পোকাসহ আক্রান্ত পাতা তুলে পোকা মেরে ফেলা
২. বরজ ও আশ পাশের জায়গা পরিষ্কার রাখা
৩. আক্রমণ বেশি হলে এদের দমনের জন্য মারশাল ২০ ইসি ১ মি.লি. / লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা।

কৃষকের জানালা
Farhuk's Knowledge@DAE
Institute for e-Agriculture

+

20:13

পান

আপনার ফসলের সমস্যাটিতে ক্লিক করুন
বা সমস্যার তালিকা দেখুন



কৃষকের জানালা
Farhuk's Knowledge@DAE
Institute for e-Agriculture

+

20:09

কৃষকের জানালা

নিবন্ধন করুন

Fahud Khan

fahud.khan@gmail.com

01912118401

.....

.....

নিবন্ধন করুন

লগইন করুন

20:09

কৃষকের জানালা

নিবন্ধন করুন

নাম

ইমেইল

মোবাইল নাম্বার

Message

রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

OKAY

লগইন করুন

20:10

কৃষকের জানালা

লগইন করুন

01912118401

.....

লগইন

অ্যাকাউন্ট নেই? এখনই নিবন্ধন করুন

+

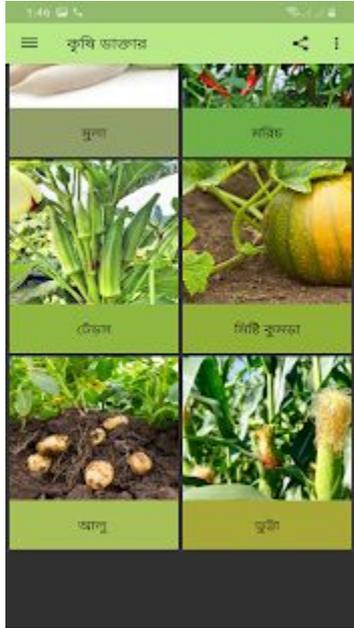
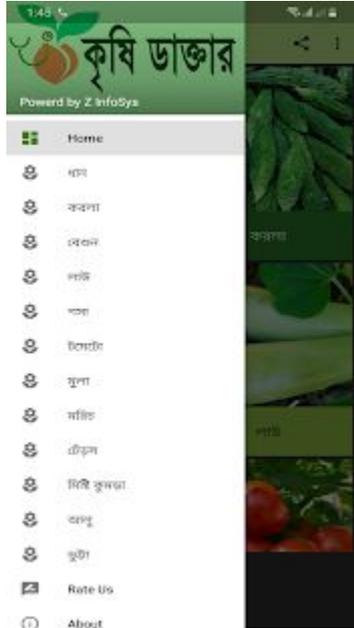
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

@ # % & * - + ()

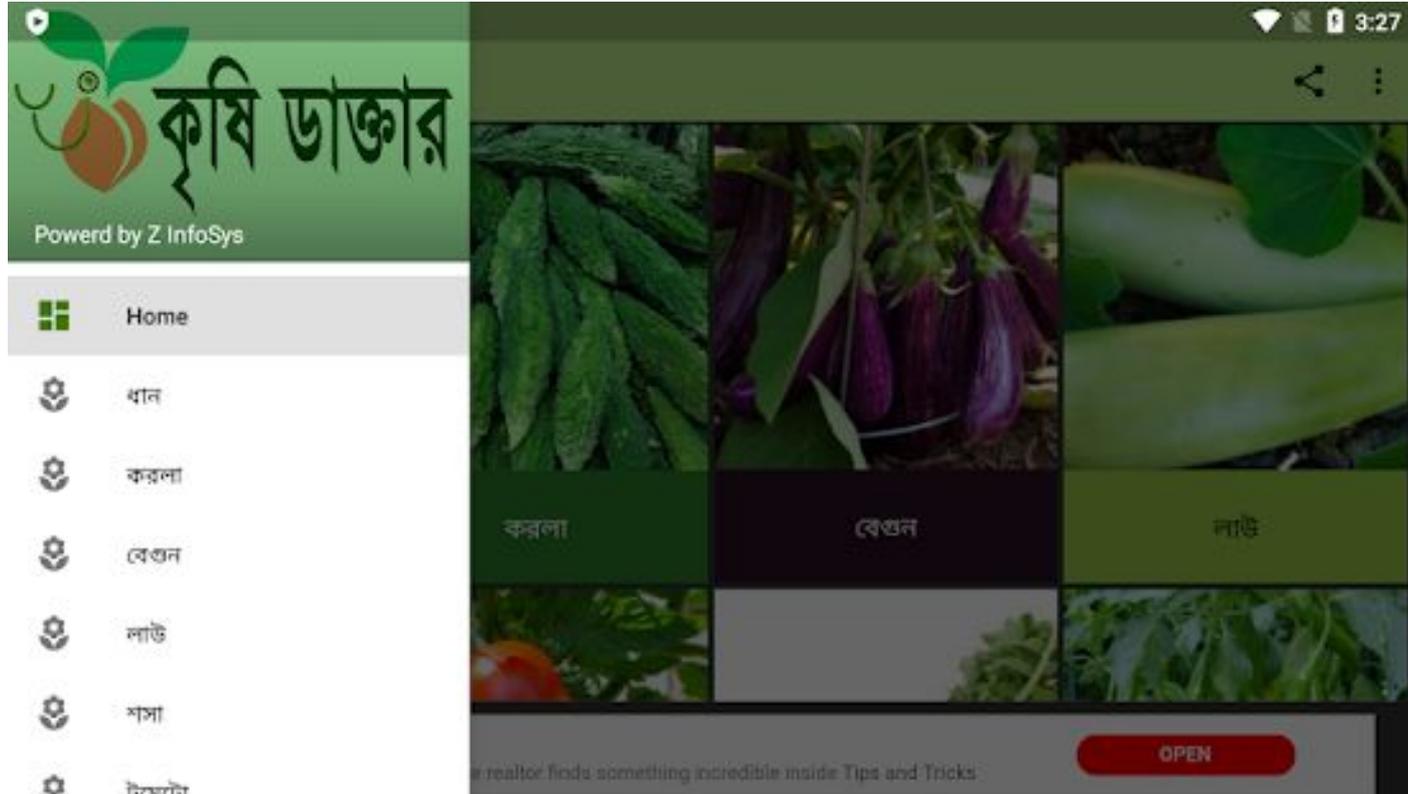
= \ < ! " ' : ; / ?

ABC , < English > Done

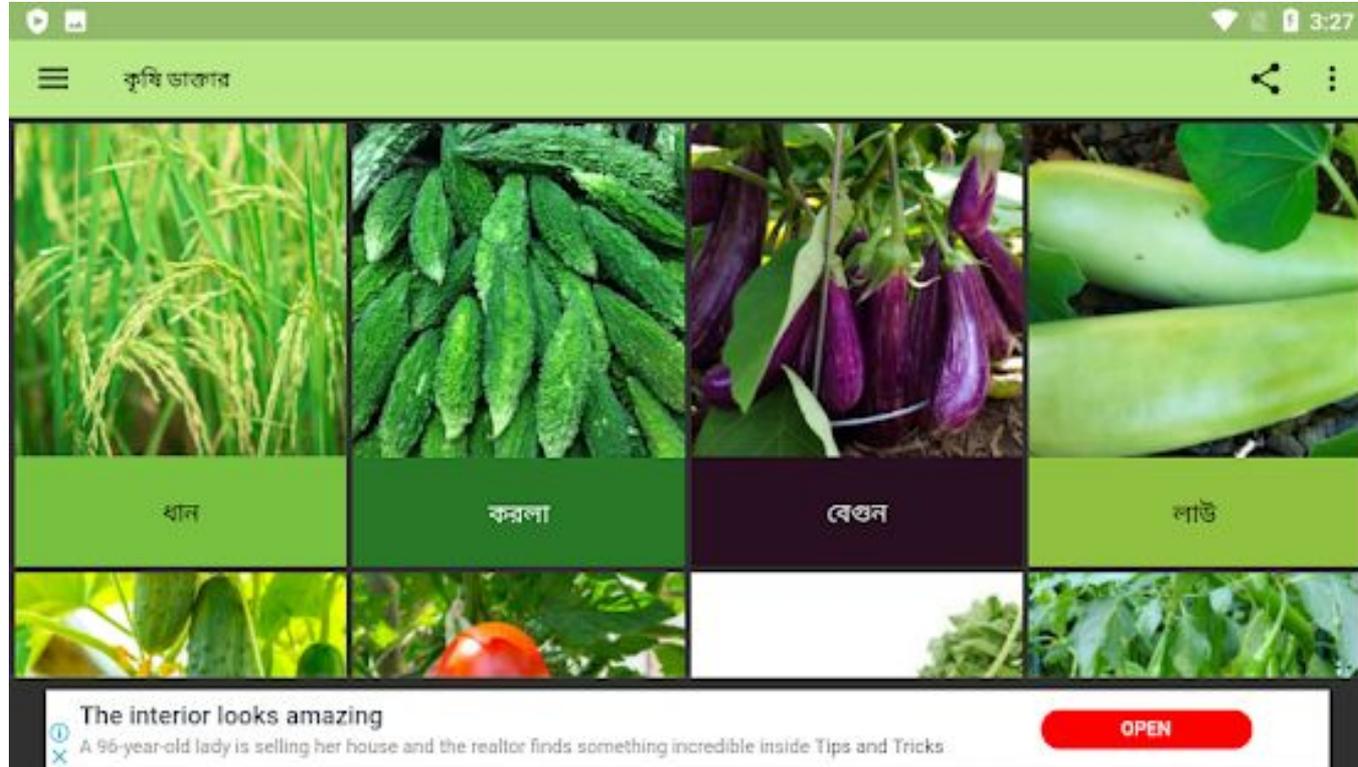
কৃষি ডাক্তার



কৃষি ডাক্তার



কৃষি ডাক্তার



কৃষি ডাক্তার



ধানের রোগ / পোকামাকড় ও সমাধান

সমস্যা: তীব্র শীতের কারণে বীজতলার চারা সাদা হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি কমে যায়।	
ক্ষতির কারণ:	কোল্ড ইনজুরি
ব্যবস্থাপনা:	প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কুপ্রোফিনাক্স ও ২ গ্রাম ইনসারফ মিশিয়ে ৭দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে
সতর্কতা:	সকল বালাইনাশকই বিষ। তাই বালাইনাশক ব্যবহারের পূর্বে এবং সংরক্ষণের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন। বালাইনাশক ছিটানোর সময় ধূমপান বা পানাহার থেকে বিরত থাকুন। কখনোই বাতাসের বিপরীতে স্প্রে করবেন না। বালাইনাশক শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন। মেয়াদোত্তীর্ণ বালাইনাশক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
	



The interior looks amazing

A 96-year-old lady is selling her house and the realtor finds something incredible inside Tips and Tricks

OPEN

মৎস্য চাষি স্কুল



ধন্যবাদ

